১২-০৩-১৯ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :-- অন্তর্মুখী হয়ে স্মরণের অভ্যাস করো, চেক করো যে, কতক্ষণ আত্ম - অভিমানী আর পরমাত্ম অভিমানী থাকতে পারো ?"

প্রশ্ন :-- যে বাচ্চারা একান্তে গিয়ে আত্ম - অভিমানী থাকার অভ্যাস করে, তাদের নিদর্শন কি ?

উত্তর :-- তাদের মুখ থেকে কখনোই উল্টাপাল্টা কথা বের হবে না ।
২) ভাই - ভাইয়ের সম্পর্কে খুবই প্রেম থাকবে । সদা ক্ষীরখণ্ড হয়ে থাকবে ।
৩) ধারণা খুব সুন্দর হবে ।
৪) তাদের দৃষ্টি খুব মিষ্টি হবে । কখনোই দেহ - অভিমান আসবে না ।
৫) তারা কাউকেই দুঃখ দেবে না ।

ওম শান্তি । রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাবা বোঝাচ্ছেন, কেবলমাত্র রুহ বা আত্মা বললে জীব মনে হত না, তাই বাবা বলছেন, নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে । আমরা আত্মারা বাবার থেকে এই জ্ঞান পাই । বাচ্চাদের দেহী - অভিমানী হয়ে থাকতে হবে । বাবা আসেনই বাচ্চাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য । যদিও তোমরা সত্যযুগে আত্ম - অভিমানী হও কিন্তু পরমাত্ম - অভিমানী হও না । এখানে তোমরা আত্ম - অভিমানীও হও আবার পরমাত্ম - অভিমানীও হও অর্থাৎ আমরা বাবার সন্তান । এখানে আর ওখানকার মধ্যে অনেক ফারাক । এখানে আছে ঈশ্বরীয় পড়া আর ওখানে পড়ার কোনো কথাই নেই । এখানে প্রত্যেককেই নিজেদের আত্মা মনে করতে হবে আর বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন, এই নিশ্চয়তার সঙ্গে শুনলে খুব সুন্দর ধারণা হবে । তোমরা তখন আত্ম -অভিমানী হতে থাকবে । এই অবস্থায় টিকে থাকার লক্ষ্যই খুব বড় । যদিও তা শুনতে খুব সহজ মনে হয় । বাচ্চাদের এই অনুভব শোনাতে হবে যে, আমরা কিভাবে নিজেদের আত্মা আর অন্যদেরও আত্মা মনে করে কথা বলি । বাবা বলেন যে, আমি যদিও এই শরীরে আছি কিন্তু এই আমার প্রকৃত অভ্যাস । আমি বাচ্চাদের আত্মাই মনে করি । আমি আত্মাদের পড়াই । ভক্তিমার্গেও আত্মাই অভিনয় করে এসেছে । এই অভিনয় করতে করতে পতিত হয়ে গেছে । এখন আবার আত্মাকে পবিত্র হতে হবে । তাই যতক্ষণ বাবাকে পরমাত্মা মনে করে স্মরণ না করবে, তাহলে পবিত্র কিভাবে হবে ? এর উপর বাচ্চাদের খুব অন্তর্মুখী হয়ে স্মরণের অভ্যাস করতে হবে । জ্ঞান হলো সহজ । বাকি এই নিশ্চয়তা যেন পাকা থাকে যে, আমি আত্মাই পড়ি, বাবা আমাদের পড়ান, তখন ধারণাও হবে আর কোনো বিকর্ম হবে না । এমন নয় যে, এখন আমাদের কোনো বিকর্ম হয় না । বিকর্মজিত তো অন্তিম সময়ে হবে । ভাই - ভাইয়ের দৃষ্টি খুবই মিষ্টি থাকে । এতে কখনোই দেহ - অভিমান আসবে না । বাচ্চারা বোঝে যে, বাবার এই জ্ঞান খুবই গভীর । উঁচুর থেকে উঁচু যদি হতে হয় তাহলে এই অভ্যাস খুব ভালোভাবে করতে হবে । এই প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত । অন্তর্মুখী হওয়ার জন্য একান্তেরও প্রয়োজন । ঘরের কাজের মধ্যে একান্ত সময় পাওয়া যায় না । এখানে তোমরা খুব ভালোভাবে এই অভ্যাস করতে পারো । আত্মাকেই দেখার অভ্যাস করতে হবে । নিজেকেই আত্মা মনে করতে হবে, এখানে এই অভ্যাস করলে তা অভ্যাসে পরিণত হবে । তারপর নিজের অভিনয়ও দেখা উচিত -- আমি কতো পর্যন্ত আত্ম - অভিমানী হয়েছি ? আমরা আত্মাকেই শোনাই, তার সঙ্গেই কথা বলি । খুব ভালোভাবে এই অভ্যাসের প্রয়োজন । বাচ্চারা বোঝে যে, এই অভ্যাস তো ঠিক । আমাদের দেহ ভাব যেন দূর হয়ে যায়, আমরা যেন আত্ম অভিমানী হয়ে যাই, নিজে যেন ধারণা করতে পারি আর অন্যদেরও তা করাতে পারি । চেষ্টা

করে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করা - এই চার্টঈ খুব গভীর । বড় - বড় মহারথীরাও বুঝতে পারেন -- বাবা বিচার সাগর মন্থনের জন্য দিনে - দিনে যে সাবজেক্ট দিচ্ছেন,এ তো খুবই বড় পয়েন্টস । এরপর কখনোই মুখ থেকে কোনো আজেবাজে শব্দ বের হবে না । ভাই - ভাইয়ের মধ্যে খুবই স্নেহের সম্পর্ক তৈরী হয়ে যাবে । আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান । তোমরা তো বাবার মহিমাকে জানোই । কৃষ্ণের মহিমা আলাদা, তাঁকে বলা হয় সর্বগুণ সম্পন্ন --- কিন্তু কৃষ্ণের কাছে গুণ কোথা থেকে আসবে ? যদিও তাঁর মহিমা আলাদা, তবুও সর্বগুণ সম্পন্ন তো জ্ঞানের সাগর বাবার থেকেই হয়েছেন,তাই না । তাই নিজেকে খুব পর্যবেক্ষণ করতে হবে, প্রতি পদে সম্পূর্ণ পোতামেল রাখতে হবে । ব্যবসায়ীরা সম্পূর্ণ দিনের হিসেব রাতে করেন । তোমাদেরও তো এ হল ব্যবসা । রাত্রে নিজেকে দেখতে হবে যে, সারাদিন আমরা সবাইকে ভাই - ভাই মনে করে কথা বলেছি কি ? কাউকে দুঃখ দিই নি তো ? কেননা তোমরা জানো যে, আমরা সব ভাইরা এখন ক্ষীর -সাগরের দিকে যাচ্ছি । এ হলো বিষয় সাগর । তোমরা এখন না রাবণ রাজ্যে আর না রাম রাজ্যে আছো । তোমরা মাঝখানে আছো তাই নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । দেখতে হবে, কতো পর্যন্ত আমাদের এই ভাই - ভাইয়ের দৃষ্টির অবস্থা রয়েছে ? আমরা সকল আত্মারাই নিজেদের মধ্যে ভাই - ভাই, আমরা এই শরীরের দ্বারা অভিনয় করি । আত্মা অবিনাশী, শরীর বিনাশী, আমরা ৮৪ জন্মের অভিনয় করেছি । বাবা এখন এসেছেন, তিনি বলছেন, আমাকে স্মরণ করো, নিজেকে আত্মা মনে করো । আত্মা মনে করলে ভাই - ভাই হয়ে যাবে । এ কথা বাবাই বুঝিয়ে বলেন । বাবা ছাড়া আর কারোরই এই পার্ট নেই । এ প্রেরণা ইত্যাদির কথা নয় । টিচার যেমন বসে বোঝান, বাবাও তেমনি বাচ্চাদের বোঝান । এ বিচার করার কথা, এতে সময়ও দিতে হয় । বাবা কাজ - করবার করার জন্য অনুমতি তো দিয়েছেন, কিন্তু স্মরণের যাত্রাও জরুরী । তার জন্যও সময় বের করার দরকার । সার্ভিসও সকলের আলাদা - আলাদা । কেউ অনেক সময় বের করতে পারে । ম্যাগাজিনেও যুক্তির সঙ্গে লিখতে হয় যে, এখানে এমন বাবাকে স্মরণ করতে হয় । একে অপরকে ভাই - ভাই মনে করতে হয় ।

বাবা এসে সমস্ত আত্মাদের পড়ান । আত্মার মধ্যে দৈবী গুণের সংস্কার তিনি এখনই ভরেন । মানুষ জিজ্ঞেস করে, ভারতের প্রাচীন যোগ কি ? তোমরা বোঝাতে পারো কিন্তু তোমরা এখনো খুব অল্প, তোমাদের নাম এখনো মানুষ জানতে পারে নি । ঈশ্বর যোগ শেখান । অবশ্যই তাঁর বাচ্চারা থাকবে । তারাও জানে যে, এ কথা কেউই জানে না । নিরাকার বাবা কিভাবে এসে পড়ান, তিনি নিজেই বোঝান, আমি কল্পে - কল্পে সঙ্গম যুগে এসে নিজেই বলি, আমি কিভাবে আসি । আমি কার শরীরে আসে এতে দ্বিধার কোনো কথা নেই । এ এক বানানো ড্রামা । আমি এই একজনের মধ্যেই আসি । প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারাই স্থাপনা । ওই বাচ্চাই প্রথমে মুরুব্বী হয় । সেই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করে । তারপর সেই প্রথম নম্বরে আসে । এই চিত্রের উপরে বোঝানো খুব ভালো । ব্রহ্মার থেকে বিষ্ণু আর বিষ্ণুর থেকে ব্রহ্মা কিভাবে হয় ---একথা আর কেউই বোঝাতে পারে না । এই বোঝানোর জন্য যুক্তির প্রয়োজন । তোমরা এখন জানো যে, বাবা কিভাবে দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন, এই চক্র কিভাবে ঘোরে, একথা আর কেউই জানতে পারে না । বাবা তাই বলেন, এমন - এমন করে যুক্তি দিয়ে লেখো । যথার্থ যোগ কে শেখাতে পারে ---এ যদি জানতে পারে তাহলে তোমাদের কাছে অনেকেই এসে যাবে । এতো যে অনেক আশ্রম আছে, সবই টালমাটাল হতে থাকবে । এ সবই পরের দিকে হবে, তখন আশ্চর্য হয়ে যাবে যে, এতো সব যে ভক্তি মার্গের সংস্থা, জ্ঞান মার্গের একটাও নেই, তখনই তোমাদের বিজয় হবে । এও তোমরাই জানো যে, প্রতি পাঁচ হাজার বছর

অন্তর বাবা আসেন । বাবার কাছে তোমরা শেখো এবং অন্যদেরও শেখাও । কিভাবে কাউকে লিখে বোঝাতে হবে -- এ সবই কল্পে কল্পে যুক্তির সঙ্গে বের হয়, যা অনেকেই জানতে পেরে যায় । বাবা ছাড়া এক ধর্মের স্থাপনা অন্য কেউই করতে পারে না । তোমরা জানো যে - ওই দিকে রাবণ আর এই দিকে রাম । তোমরা রাবণকে জয় করো । ওরা সব হল রাবণ সম্প্রদায় । তোমরা ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় খুবই অল্প । ভক্তির কতো শো হয় । যেখানে যেখানে জল আছে, সেখানে মেলা বসে । মানুষ কতো খরচ করে । কত মানুষ ডুবে মারা যায় । এখানে তো এমন কোনো ব্যাপার নেই । তাও বাবা বলেন, আশ্চর্যভাবে আমাকে চেনে, শোনে, শোনায়, পবিত্র থাকে তাও অহো মায়া, তোমার কাছে হার খেয়ে যায় । কল্প - কল্প এমন হয় । অনেকে হেরেও যায় । এ হলো মায়ার সাথে যুদ্ধ । মায়ারও অনেক প্রভাব । ভক্তিকে তো হেলতেই হবে । অর্ধেক কল্প তোমরা প্রালব্ধ ভোগ করো তারপর রাবণ রাজ্য থেকে ভক্তি শুরু হয় । তাদের নমুনাও আছে, বিকারে যায় তাহলে তো দেবতা থাকলো না । কিভাবে বিকারী হয়, এই দুনিয়াতে কেউই তা জানে না । শাস্ত্রে লিখে দিয়েছে বাম মার্গে গেছে কিন্তু কখন গেছে এ কেউই বোঝে না । এই সব কথা খুব ভালোভাবে বুঝতে এবং বোঝাতে হবে । এও তখনই বুঝবে যখন নিশ্চয়বুদ্ধি হতে পারবে । তাদের তখন চেষ্টাও হবে, তারা বলবে, এমন বাবার সঙ্গে আমাদের মিলন করাও কিন্তু প্রথমে তোমরা দেখো যে, ঘরে যাওয়ার পরে এমন নেশা থাকে কি ? নিশ্চয় বুদ্ধি কি থাকে ? যদিও বাবার চিন্তা তাদের থাকে, তারা চিঠিও লেখতে থাকে, আপনিই আমাদের প্রকৃত বাবা, আপনার থেকে আমরা সর্বোচ্চ আশীর্বাদী বর্সা পাই, আপনার সঙ্গে মিলিত না হয়ে আমরা থাকতে পারি না । বিবাহ চুক্তির পরই মিলিত হতে হয় । বিবাহ চুক্তির পরেই বাবার জন্য ছটফট করতে থাকে । তোমরা জানো যে, আমাদের বেহদের বাবা টিচার, সজন ইত্যাদি সবকিছুই । আর সকলের থেকেই তোমরা দুঃখ পেয়েছো, ওদের তুলনায় বাবা সুখ দেন । ওখানেও সবাই সুখ দেয় । এইসময় তোমরা সুখের সম্বন্ধে আবদ্ধ হচ্ছো ।

এ হল পুরুষোত্তম হওয়ার পুরুষোত্তম যুগ । এখানে মূল বিষয়ই হল - নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে, বাবাকেও ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে । এই স্মরণেই খুশীর পারদ ঊর্ধ্বে উঠতে থাকবে । আমরা সবথেকে বেশী ভক্তি করেছিলাম । অনেক ধাক্কা খেয়েছিলাম । এখন বাবা এসেছেন আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তাই অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । দৈবীগুণও ধারণ করতে হবে । পোতামেল রাখতে হবে যে - সারাদিনে কতজনকে বাবার পরিচয় দিয়েছি ? বাবার পরিচয় না দিলে সুখ আসবে না, এই পরিচয় দেওয়ার জন্য উৎসাহ লেগে যায় । এই যজ্ঞতে অনেক বিঘ্নও আসে, অনেকে মারও খায় । আর কোনো সৎসঙ্গ নেই যেখানে পবিত্রতার কথা বলা হয় । এখানে তোমরা পবিত্র হও তাই অসুররা বিঘ্ন সৃষ্টি করে । তোমাদের পবিত্র হয়ে ঘরে যেতে হবে । আত্মা সংস্কারই সঙ্গে নিয়ে যায় । মানুষ বলে যে, যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যু হলে স্বর্গে যায়, তাই মানুষ খুশীর সঙ্গে যুদ্ধে যায় । তোমাদের কাছে কমান্ডার, মেজর, সিপাহী ইত্যাদি কোথা থেকে না আসে । স্বর্গে তা কিভাবে আসবে ? যুদ্ধের ময়দানে মানুষের মিত্র - সম্বন্ধী স্মরণে আসে । বাবা এখন বোঝাচ্ছেন, তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে । নিজেকে আত্মা মনে করো । ভাই - ভাই মনে করো । বাবাকে স্মরণ করো । যে যতো পুরুষার্থ করবে, ততোই উঁচু পদ পাবে । ওরা বলে যে, আমরা ভাই - ভাই কিন্তু অর্থ কিছুই জানে না । বাবাকেই ওরা জানে না ।

মানুষ মনে করে যে, আমরা নিষ্কাম সেবা করি । আমাদের ফলের কোনো ইচ্ছা নেই কিন্তু ফল তো অবশ্যই প্রাপ্ত হয় । নিষ্কাম সেবা তো একমাত্র বাবাই করেন । বাচ্চারা জানে যে, আমরা বাবার কতো

গ্লানি করেছি । দেবতাদেরও গ্লানি করেছি । দেবতারা তো কখনোই কারোর প্রতি হিংসা করেন না । তোমরা তো এখানে ডবল অহিংসক হচ্ছো । না তোমরা কাম কাটারি চালাবে আর না ক্রোধ করবে । ক্রোধও অনেক বড় বিকার । অনেকে বলে বাচ্চাদের উপর খুব ক্রোধ করেছি । বাবা বোঝান যে, থাপ্পড় ইত্যাদি কখনোই মারবে না । সেও তোমাদের ভাই, তার মধ্যেও আত্মা আছে । আত্মা কখনোই ছোটো বা বড় হয় না । এ তোমাদের সন্তান নয় বরং ছোটো ভাই । তোমাদের তাকে আত্মা মনে করতে হবে । ছোটো ভাইকে মারা উচিত নয়, তাই কৃষ্ণর জন্য দেখানো হয়েছে, দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতো । বাস্তবে এমন কথাই নেই । এ হলো ভিন্ন - ভিন্ন শিক্ষা । বাকি কৃষ্ণের কি প্রয়োজন পড়েছে মাখনের । উল্টে তারা আবার চুরির মহিমাও করে । তোমরা ভালো মহিমা করবে, তোমরা বলবে, তিনি তো সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ কিন্তু এই গ্লানিও ড্রামায় লিখিত । এখন তোমরা তমোপ্রধান হয়ে গেছো । বাবা এসে তোমাদের সতোপ্রধান করেন । তোমাদের পড়ান বেহদের বাবা । তাঁর মতেই তোমাদের চলতে হবে । এই বিষয় খুবই শক্ত । তোমরা তেমন কতো উঁচু পদও পাও । সহজই যদি হতো তাহলে সবাই এই পরীক্ষাতেই লেগে যেতো । এতে অনেক পরিশ্রম । দেহ - অভিমান এলে বিকর্ম হয়ে যায় তাই লজ্জাবতীর দৃষ্টান্ত আছে । বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা উঠতে পারবে । আর ভুলে গেলে কিছু না কিছু ভুলেই যাবে । তখন পদও কম হয়ে যায় । শিক্ষা তো সবাইকেই দেওয়া হয়েছিলো যা দিয়ে পরবর্তীতে গীতা লিখিত হয়েছে । গরুড় পুরাণে মুখরোচক কাহিনী লেখা হয়েছে, যাতে মানুষ ভয় পায় । রাবণ রাজ্যে পাপ তো হয়ই কেননা এ হলো কাঁটার জঙ্গল । বাবা বলেন যে, দৃষ্টিরই পরিবর্তন করতে হবে । দীর্ঘ সময় ধরে তোমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছো তাই শরীরের প্রতি ভালোবাসা চলে যায় । বিনাশী জিনিসের প্রতি ভালোবাসা রেখে কি লাভ ? অবিনাশীর প্রতি প্রেম রাখলে অবিনাশী হয়ে যায় । বাচ্চাদের প্রতি বাবার এই নির্দেশ যে, উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করো । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১ ) শরীর হল বিনাশী, এর প্রতি ভালোবাসার পরিবর্তে অবিনাশী আত্মার প্রতি প্রেম রাখতে হবে । অবিনাশী বাবাকে স্মরণ করতে হবে । আত্মা - আত্মা, ভাই - ভাই, আমরা ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছি - এই অভ্যাস করতে হবে ।

২ ) বিচার সাগর মন্থন করে নিজের এমন অবস্থা বানাতে হবে যে, মুখ থেকে যেন আজেবাজে কথা বের না হয় । প্রতি পদে নিজের জমা খরচের খতিয়ান পোতামেল) চেক করতে হবে ।

বরদান :-- ঈশ্বরীয় সঙ্গে থেকে, উল্টো সঙ্গে আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে সদা সদসঙ্গী ভব

যতই খারাপ সঙ্গ হোক না কেন, কিন্তু তোমাদের শ্রেষ্ঠ সঙ্গ তার সামনে অনেক গুণ বেশী শক্তিশালী । ঈশ্বরীয় সঙ্গের সামনে ওইসব সঙ্গ কিছুই নয় । সবই দুর্বল, কিন্তু যখন নিজে দুর্বল হয়ে যাও তখনই উল্টো সঙ্গের আঘাত আসে । যে সর্বদা বাবার সঙ্গে থাকে অর্থাত্ সদা সত্সঙ্গী, সে আর কোনো

সঙ্গের রঙে প্রভাবিত হতে পারবে না । ব্যর্থ কথা, ব্যর্থ সঙ্গ অর্থাত্ কুসঙ্গ তাদের আকৃষ্ট করতে পারবে না ।

স্লোগান :-- খারাপকে ভালোতে পরিবর্তনকারীই সদা প্রসন্নচিত্ত থাকতে পারে ।